পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

৬৩, এন. এস. রোড, জেসপ বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০০১

পত্রাঙ্ক ঃ৪৮৮১(১৯)/পি এন্ড আর.ডি./পি/পি.এ.সি.(আই.এ.ওয়াই)/১৭এস-০৪/০৬(পাট-১)　　　　তারিখ ঃ ২৬শে জুন, ২০০৮

প্রতি

জেলাশাসক ও জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক (পদাধিকারবলে) - ________________ জেলা
প্রধান সচিব, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ

বিষয়: ইন্দিরা আবাস যোজনা-র রূপায়ণ ও বসতবাড়ির উন্নতির জন্য নির্দেশিকা

মহাশয় / মহাশয়া

গ্রামীণ আবাসের উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । পশ্চিমবঙ্গে এখনো অনেক পরিবার গৃহহীন বা জীর্ণ গৃহে বসবাস করেন । অনেকেরই বসতজমি নেই । এ ছাড়াও, একটিমাত্র দূর্বল পরিকাঠামোযুক্ত ঘরে বাস করেন, যা প্রাকৃতিক দূর্যোগের মোকাবিলায় (যেমন বন্যা, সাইক্লোন ইত্যাদি) উপযুক্ত নয় এমন পরিবারও এ রাজ্যে অনেক । বন্যা, সাইক্লোন ইত্যাদির ফলে এই পরিবারগুলি দুর্ভোগের শিকার হন । বাসগৃহের উন্নয়ন পঞ্চায়েতগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব । এই উন্নয়ন এতদিন পর্য্যন্ত মূলত ইন্দিরা আবাস যোজনার রূপায়ণের সাহায্যে করা হয়ে থাকে । অবশ্য এ যাবৎ পঞ্চায়েতের ভূমিকা, উপভোক্তা নির্বাচন ও সেই পরিবারগুলিকে নতুন গৃহনির্মাণ বা পুরনো বাসগৃহ সংস্কারের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ পৌঁছে দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে ।

নবনির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলিকে তাদের নিজস্ব এলাকায় উপযুক্ত বাসগৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে এখন থেকে আগামী পাঁচ বছর ধারাবাহিক উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হতে হবে । এই চেষ্টা শুধুমাত্র ইন্দিরা আবাস যোজনা-র অনুদান দেওয়া নয়, বরং সুস্থ স্বাভাবিক জীবনধারণের জন্য বসবাসের ন্যূনতম সুযোগসুবিধাগুলি যাতে সব পরিবার পায় তার চেষ্টা করতে হবে । এর মধ্যে আছে নিজ বসতভূমিতে মজবুত কাঠামোর বাড়ী, বাড়ীর মধ্যে যথেষ্ট আলো-বাতাস চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা, আলাদা রান্নাঘর (ধোঁয়াহীন চুল্লি-সহ), আলাদা শৌচাগার, পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা (সম্ভব হলে, পাইপে করে বাড়ীর ভেতর জল সরবরাহের ব্যবস্থা), বর্জ্য জল ও অন্যান্য তরল পদার্থের নিকাশি ব্যবস্থা, অন্যান্য বর্জ্য পদার্থের বিজ্ঞানসম্মত নিকাশি ব্যবস্থা, প্রত্যেকটি পাড়ায় সব ঋতুতে চলাচলের উপযোগী রাস্তার ব্যবস্থা, প্রত্যেকটি বাড়ীতে বিদ্যুৎ সংযোগ, বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ইত্যাদি নাগালের মধ্যে থাকা । প্রতিটি বাড়িতে শাক-সব্জী চাষের জন্য নিজস্ব পুষ্টি বাগান থাকা বাঞ্ছনীয় । তাছাড়া প্রতিটি জনপদে শিশুদের খেলার মাঠ, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য (জমায়েত বা উৎসব পালনের) স্থান, বিভিন্ন জীবিকার্জনের সুযোগ, হাট-বাজার, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা থাকা উচিৎ । প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত সুস্থ জীবনধারণের উদ্দেশ্যে সার্বিক উন্নয়নের একটি দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা করবে যার মধ্যে যতদূর সম্ভব বসতি ও আবাসগৃহের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়টিও থাকবে ।

গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্যভিত্তি থেকে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বসবাস সংক্রান্ত বর্তমান অবস্থান ও তার উন্নয়নের একটি রূপরেখা তৈরী করতে হবে । পঞ্চায়েতের বার্ষিক পরিকল্পনাতে ঐ রূপরেখার ভিত্তিতে বসতি উন্নয়নের বিষয়টি নির্দিষ্ট করতে হবে এবং নিঃশর্ত তহবিলের একটি অংশ এবং অন্যান্য সংগৃহীত সম্পদ এ কাজে ব্যবহার করা যাবে । ইন্দিরা আবাসের জন্য উপভোক্তা নির্বাচন এই সমগ্র কাজটির একটি অংশ বিশেষ । সমস্ত পঞ্চায়েতের এ ব্যাপারে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিৎ, এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইন্দিরা আবাস যোজনা ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত টাকা সদ্ব্যবহার করে এলাকার বসবাস সংক্রান্ত সার্বিক উন্নয়নের সমস্ত রকম চেষ্টা করা উচিৎ । এই বসতি উন্নয়নের একেকটি বিষয় একেকটি ক্ষেত্রভিত্তিক পরিকল্পনার অংশবিশেষ যেমন - পানীয় জল সরবরাহ, শৌচাগার নির্মাণ, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ, গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন্যা মোকাবিলা, ইন্দিরা আবাস যোজনায় গৃহ নির্মাণ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের চাষ ও বসবাসের ভূমিদান প্রকল্পে বাস্তুজমিদান ইত্যাদি । গ্রাম পঞ্চায়েতকে এলাকার সার্বিক উন্নয়নের বিষয়টি মাথায় রেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক পরিকল্পনা একসূত্রে গেঁথে মানুষের জীবনযাপনের মান উন্নয়ন ও বসতি উন্নয়নে জরুরি ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে ।

এই সমস্ত কাজগুলির মধ্যে আই.এ.ওয়াই.-এর অনুদান বিতরণ সবচেয়ে দৃশ্যমান এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে জনসাধারণের এ সংক্রান্ত দাবীও সবচেয়ে বেশী । তবে এই কাজ করতে হবে পরিকল্পনা মাফিক যাতে প্রাপ্ত টাকার সঠিক ব্যবহার হয় । যেহেতু টাকাটি যথেষ্ট বেশী তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো পরিবারের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আসতে পারে, আর তাই উপভোক্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে । আই.এ.ওয়াই. যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রকল্প, সুতরাং সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা মেনেই রূপায়ণের কাজটি করতে হবে যাতে এ ব্যাপারে ভারত সরকারের টাকা ছাড়ার কোনো অসুবিধা না হয় । নিচে এ বিষয়ে অবশ্য-পালনীয় নির্দেশগুলির উল্লেখ করা হলো :

ক) **স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকা তৈরী (Permanent Wait List) :**

গ্রামীণ আবাসনের উন্নতির লক্ষ্যে প্রথম কাজ হলো, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার ওপর ভিত্তি ক'রে অতি অবশ্যই নির্দিষ্ট ছকে স্থায়ী অপেক্ষমানদের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে যা থেকে সাহায্য পাওয়ার যোগ্য পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা যায় । এই তালিকাটি গ্রাম পঞ্চায়েত বা অন্য কোনো পাকা বাড়ির দেওয়ালে রঙ করে লিখে রাখতে হবে এবং তালিকাটি একটি সি.ডি-তে তুলে রাখতে হবে এবং স্বচ্ছতা রক্ষার জন্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে পাঠাতে হবে যাতে দপ্তরের ওয়েবসাইটে তালিকাটি তোলা যায় । এই কাজটি সম্পূর্ণ না হলে, গ্রাম পঞ্চায়েতকে আই.এ.ওয়াই-এর টাকা ছাড়া যাবে না । এ যাবৎ মাত্র ২৪৪৮-টি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এই উপরোক্ত তালিকাটি পাওয়া গেছে (জেলা ভিত্তিক অবস্থাটি সঙ্গে দেওয়া হলো); বাকি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে আই.এ.ওয়াই.-এর টাকা পাবার জন্য যোগ্য বিবেচিত হতে হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কাজটি শেষ করতে হবে । আপাতত এই তালিকা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলি যারা গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় 'বাসগৃহের অবস্থা বা P_2' সূচকে ১ পেয়েছে ($P_2 = 1$) তাদের নিয়ে করতে হবে ।

খ) **স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকার বাইরে কাউকে সাহায্য করা যাবে না :**

যে পরিবারের নাম **স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকায়** নেই, এমন কোনো পরিবারকে আই.এ.ওয়াই.-এর সাহায্য দেওয়া যাবে না । কোনো অযোগ্য পরিবারের ক্ষেত্রে গ্রাম সংসদ বা গ্রাম পঞ্চায়েত সাহায্য সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে পারে, কিন্তু কোনো নতুন পরিবারকে অন্তর্ভূক্ত করতে পারবে না । এমন হতেই পারে গ্রাম সংসদ বা

গ্রাম পঞ্চায়েতের বিচারে কোনো পরিবার এই স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হবার যোগ্য । এ ক্ষেত্রে সমাধান হলো বি.পি.এল তালিকা সংশোধন, যার জন্য অভিযোগ জমা পড়েছে এবং এনকোয়্যারি পর্ব চলছে। স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকায় মোটামুটি ৪.৫ লক্ষ বি.পি.এল পরিবার আছে যাদের বসতি সংক্রান্ত অবস্থান খুবই খারাপ ($P_2 = 1$) । সুতরাং এ ক্ষেত্রে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ১.৫ লক্ষ পরিবার যা পূরণ করতে (যথেষ্ট পরিমাণ যোগ্য পরিবার পেতে) অসুবিধা হবার কথা নয় (কিছু অযোগ্য পরিবার বাদ গেলেও) । এই তালিকায় নাম নেই এমন পরিবারকে আই.এ.ওয়াই. প্রকল্পে টাকা দেওয়া হলে তা শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসাবে গন্য হবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাপ্য নিঃশর্ত তহবিল থেকে অযোগ্য পরিবারকে দেওয়া টাকা কেটে নেওয়া হবে ।

গ) **বাস্তুজমির প্রয়োজন খতিয়ে দেখা :**

স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকায় এমন অনেক পরিবার আছে যাদের গৃহনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তুজমি নেই, এবং ন্যূনতম বাস্তুজমি না থাকার দরুণ তাদের আই.এ.ওয়াই.-এর সুবিধা দেওয়া যাচ্ছে না । অগ্রাধিকারের মাপকাঠিতে এমন পরিবারই সবার আগে বিবেচ্য । প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে অবিলম্বে স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকা ধরে বাস্তুহীন পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে ফেলতে হবে । রাজ্য সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের, ‘‘চাষ ও বসবাসের ভূমি দান প্রকল্পে’’, ২.৫ (আড়াই) কাঠা পর্যন্ত জমি এমন পরিবারগুলিকে কিনে দেওয়া যাবে । এমন সবকটি পরিবারের জন্য মোট কতটা জমি লাগবে তার পরিমাণ বুঝে গ্রাম পঞ্চায়েত উপযুক্ত জমি চিহ্নিত করবে এবং বাস্তুহীন পরিবারগুলিকে উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে জমির ব্যবস্থা করে দেবে । পঞ্চায়েতগুলিকে নিজস্ব তহবিল, নিঃশর্ত তহবিল, পশ্চাদপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল (BRGF) ইত্যাদি থেকেও জমি কিনে বসতি উন্নয়ন প্রকল্পে কাজে লাগানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে । এ ব্যাপারে টাকা অপ্রতুল হলে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের কাছে সাহায্য চাইতে পারে । তাই প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত, কতগুলি পরিবারকে বাস্তুজমি দিতে হবে তা নির্দিষ্ট করে বাস্তু জমি উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরী করে রাখবে যাতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এলাকায় একটিও দরিদ্র পরিবার না থাকে, যারা বাস্তুহীন বা বাস্তুজমিহীন **(যারা গরীব নয় এবং ভাড়া বাড়িতে থাকে তাদের বাদ দিয়ে)** । জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি এটা দেখবে যাতে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এমন একটি পরিকল্পনা তৈরী করতে পারে । প্রয়োজন হলে এ ক্ষেত্রে টাকা কম পড়লে তারা এ বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সাহায্য করবে এবং দরকার হলে সেটি রাজ্য সরকারের জানাবে । ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্মিলিত পরিকল্পনা জমা দিতে হবে ।

ঘ) **গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক কোটা এবং তার সামাজিক বিন্যাস :**

জেলার জন্য ইন্দিরা আবাস যোজনার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা যা নির্দ্ধারিত হয়েছে, তা জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে ভাগ করে দেবে । প্রত্যেকটি গৃহহীন পরিবারের (বর্তমান স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকা ধরে) বসবাসের উপযোগী গৃহ নির্মাণ শেষ হওয়ার পরই গ্রাম পঞ্চায়েত অন্যান্য পরিবারগুলির জীর্ণ গৃহ সংস্কারের কাজে হাত দিতে পারবে । মোট আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা থেকে আগের বছর যারা প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছে, জেলা পরিষদ তাদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা (পুরনো হারে দেয়) আগে আলাদা করে সরিয়ে রেখে বাকি টাকা বাড়ী প্রতি দাম দিয়ে (সাধারণ এলাকায় ৩৫,০০০/-, সুন্দরবন ও পার্বত্য এলাকায় ৩৮,৫০০/-) ভাগ করলেই বছরে কটি বাড়ী নির্মাণ করতে হবে সেই সংখ্যাটি পাওয়া যাবে । জেলার এই লক্ষ্যমাত্রা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক হবে যা স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকার পরিবারগুলির অনুপাতে হবে । ২০০৮ সালের ১-লা এপ্রিল থেকে প্রথম কিস্তির খরচ (ক্যারেড ওভার ফান্ড থেকে হলেও) নতুন হারে হবে । কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকা থাকবে না । সে ক্ষেত্রে $P_2 = 1$ এবং 2 পাওয়া পরিবারগুলিকে একসঙ্গে ধরে অথবা বি.পি.এল পরিবারগুলি সামগ্রিক সংখ্যার ভিত্তিতে গ্রাম

পঞ্চায়েত ভিত্তিক টাকাটি ভাগ করে লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে হবে । জেলা পরিষদ তাদের জেলার জন্য যে পদ্ধতি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে হবে ও তা কোন একটি যুক্তিগ্রাহ্য মাপকাঠির ভিত্তিতে হবে সেই অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাগের সূত্র জেলা পরিষদকে সভার সিদ্ধান্তক্রমে সবাইকে জানাতে হবে । বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রাটি ঠিক হবার পর জেলা পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকায় তপশিলি জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু পরিবারগুলির সংখ্যা ধরে উপভোক্তা পরিবারের সামাজিক বিন্যাসটি ঠিক করবে । এটি এমন ভাবে ঠিক করতে হবে যাতে জেলার অন্তত ৬০% উপভোক্তা তপশিলি জাতি, উপজাতির অন্তর্গত হয় এবং সংখ্যালঘু উপভোক্তার শতাংশ অন্তত জেলার স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকায় সংখ্যালঘু উপভোক্তাদের সমসংখ্যক হয় । প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘুদের কোটা এমনভাবে দিতে হবে যাতে স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকায় এই জনজাতিগুলির মধ্যে থেকে যথেষ্ট উপভোক্তা থাকে । এ ক্ষেত্রে অসুবিধা হলে জেলা পরিষদের স্বাধীনতা থাকবে সুবিধাপ্রাপ্তির সূত্র বা সূচকটি পরিবর্তন করার (সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রাটি ঠিক রেখে) যাতে স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকাটি যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় । একেবারে অপারগ হলে গ্রাম পঞ্চায়েতকে বর্তমান স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকাটি নিঃশেষ করে, তারপর গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় ‘বাসগৃহের অবস্থা বা P_2’ সূচকে ২ পাওয়া ($P_2 = 2$) পরিবারগুলির মধ্য থেকে উপভোক্তা নির্বাচন করতে দেওয়া যেতে পারে । তবে তার আগে এই দ্বিতীয় স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রকাশ করতে হবে এবং নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি (যদি এমনটি থাকে) গ্রাম সংসদ থেকে পাশ করিয়ে নিতে হবে । এইরকম দ্বিতীয় স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকা প্রকাশ করেছে এমন গ্রাম পঞ্চায়েতের তালিকা রাজ্য সরকারকে দিতে হবে (রূপায়ণের আগে) বিভাগীয় ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য । এই দ্বিতীয় তালিকা ধরে কাজটি জীর্ণ গৃহ সংস্কারের জন্য বা নতুন গৃহ নির্মাণের জন্য হতে পারে (বাড়ীগুলির অবস্থা বিচার করে) এবং জেলা পরিষদ এ ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন ।

ঙ) **ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তা নির্ধারণের পদ্ধতি :**

উপভোক্তা নির্ধারণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত তার স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকা ধরে লক্ষ্যমাত্রা (তপশিলি জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু পরিবার) অনুযায়ী একেবারে কম নম্বর পাওয়া পরিবারগুলিকে অগ্রাধিকার দেবে । যদি কোনো বিশেষ শ্রেনীর পরিবার যথেষ্ট সংখ্যক না পাওয়া যায়, যেমন যদি জেলা পরিষদের দেয় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অপেক্ষমানদের তালিকায় যথেষ্ট সংখ্যক তপশিলি জাতি, উপজাতিভুক্ত পরিবার না থাকে, তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েত ওই তালিকার ভিতর অন্যান্য শ্রেনীর পরিবারকে (যেমন সংখ্যালঘু পরিবার) জেলা পরিষদের অনুমতিক্রমে সাহায্য করতে পারে । যে সকল পরিবারের বাস্তুজমি নেই, তাদের জন্য বাস্তুজমির ব্যবস্থা করে তারপর ইন্দিরা আবাসের সুবিধার আওতায় নিয়ে আসতে হবে । এই কাজ চলতি বছরে না করা গেলেও, পরের বছর করতে হবে এবং অতি অবশ্যই আগামী কয়েক বছরের বছরের মধ্যে যেন তা সম্পূর্ণ হয় ।

চ) **টাকা ছাড়ার পদ্ধতি ও নির্মাণ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা :**

ইন্দিরা আবাসের মোট টাকা দুটি কিস্তিতে দিতে হবে এবং টাকাটি উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিতে হবে বা তাকে অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেকে দিতে হবে । সুতরাং এই প্রকল্পে সমস্ত উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকা অত্যন্ত জরুরী । গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ থেকে তার লক্ষ্যমাত্রা পাবার পরই উপভোক্তা চিহ্নিত করবে (তপশিলি জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু পরিবার), এবং তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দিতে সাহায্য করবে । চিহ্নিত উপভোক্তাদের নাম ও অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য না পেলে জেলা পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েতকে টাকা ছাড়তে পারবে না । চলতি আর্থিক বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী টাকা ছাড়ার আগে, গ্রাম পঞ্চায়েতে বিগত বছরের অব্যয়ীত অর্থ বাদ দিয়ে টাকা দিতে হবে । টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হোক বা অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেকে দেওয়া হোক, গ্রাম পঞ্চায়েত উপভোক্তাদের নিয়ে মিটিং করে এই টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে ও আই.এ.ওয়াই.-এর অন্যান্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাদের অবহিত করতে হবে । টাকা অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেকে দেওয়া

হলে, এই সভাতেই সেটি দিয়ে দেওয়া যায় । স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বজায় রাখতে, পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধিরা এই সভায় উপস্থিত থাকবেন । জেলা পরিষদ একটি বিশেষ দিনে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে একসঙ্গে এই টাকা দেওয়ার মিটিং-টি অনুষ্ঠিত করাতে পারে । আই.এ.ওয়াই.-এর অন্যান্য নির্দেশিকা যেমন, বাড়ীর মেঝের মাপ, গঠনের মজবুতি, ধোঁয়াহীন চুলা ও শৌচাগারের ব্যবস্থা, পরিবারের একজন মহিলা (উপভোক্তা-র) এবং কর্তার নাম যুগ্মভাবে নথীভুক্তকরণ (যদি পরিবারের কর্ত্রী মহিলা হন তবে তাঁর নামই নথীভুক্ত হবে), সাহায্যের পরিমাণ, ইত্যাদি উপভোক্তাকে অবশ্যই বুঝিয়ে বলতে হবে । বাড়ীটি যাতে স্থায়ী হয় এবং ঝড়, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধ করতে সম্ভব হয় তা নিশ্চিত করতে হবে - অর্থাৎ বাড়ীর দেওয়াল ও ছাদ অবশ্যই পাকা হওয়া দরকার ।

ছ) **পরবর্তী (দ্বিতীয়) কিস্তির টাকা কি ভাবে পাওয়া যাবে :**

প্রথম কিস্তির টাকা দ্রুত খরচ করে তবেই পরবর্তী কিস্তির টাকা পাওয়া যাবে এবং টাকা সদ্ব্যবহারের দায়িত্ব জেলা পরিষদের । যে গ্রাম পঞ্চায়েত এখনো স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকা তৈরীর কাজটি সম্পূর্ণ করে উঠতে পারেনি তারা কোনো টাকা পাবে না । এই সব গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে এইবারের নতুন পঞ্চায়েত গঠনের অনতিবিলম্বে মিটিং ডেকে তাদের অবস্থা বুঝিয়ে এই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য তাদের সময় বেঁধে দিতে হবে । তা সত্ত্বেও যদি তারা এই কাজটি করে উঠতে না পারে, তাহলে তাদের লক্ষ্যমাত্রাটি অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে (যারা স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকা তৈরী করেছে) ভাগ করে দিতে হবে, যাতে জেলা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়ার ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, বা টাকা চাওয়ার ব্যাপারে দেরী না হয়ে যায় । বিগত দিনে এই বিষয়ে দেরীর ফলে অনেক সময়ে এই খাতে বরাদ্দ টাকার পরিমাণ কমে গেছে ; জেলার লক্ষ্যমাত্রা পূরণেও (আর্থিক ও পরিকাঠামোগত) আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি । এইসব এড়াতেই উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি দ্রুত নিতে হবে ।

জেলা পরিষদগুলি, আই.এ.ওয়াই.-এর টাকা দ্রুত খরচের জন্য এই নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবে ।

মানবেন্দ্র নাথ রায়

পত্রাঙ্ক ঃ ৪৮৮১(১৯)(৩৮)/১৭এস-০৪/০৬(পার্ট-১)　　　　তারিখ ঃ ২৬শে জুন, ২০০৮

অবগতি ও ব্যবস্থা নেবার জন্য প্রতিলিপি দেওয়া হল :১) সভাধিপতি, সকল জেলা পরিষদ/শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ । ২) অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, সকল জেলা পরিষদ/শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ।

মানবেন্দ্র নাথ রায়